|  |
| --- |
| **প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানপূর্বক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের নিরাপদ ও শোভন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কর্মতৎপরতার কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে প্রায় ১ কোটি ৫১ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে ১১,৩০,৮৪৪ (এগারো লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত চুয়াল্লিশ) জন নারী কর্মী। গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীকর্মীগণ দেশীয় কর্মসংস্থানের সাথে জর্ডান, মরিশাস, কুয়েত, জাপান, ক্রোয়েশিয়া ও হংকংসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। কোভিড-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীগণ দেশে রেমিট্যান্স হিসেবে ২১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রেরণ করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

Allocation of Business অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের ৫টি কার্যক্রম নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত (কার্যক্রম ১, ২, ৬, ৬এ, ৯)। নারী-পুরুষ সকল প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। এছাড়া বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রবাসী/প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণার্থে আর্থিক ও আইনি সহায়তা প্রদান, বিদেশে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে আনয়ন ও দাফন, প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্র্রদান এবং বিদেশ ফেরত কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পুনঃএকত্রিকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষা, অভিযোগ প্রতিকার, বৈদেশিক কর্মসংস্হানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে কর্মীদের সেবা প্রদান করার বিষয়সমূহ উল্লেখ রয়েছে। এসকল বিষয়ে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া প্রবাসীদের উৎসাহ প্রদান এবং সম্মানিত করার লক্ষ্যে বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি, এনআরবি) নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া, বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দৈনন্দিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি, আইন ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল বিধিমালা ও নীতি-দলিলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা থাকা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য 8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০ দফা এজেন্ডার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে নারী অভিবাসীদের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন, বেসরকারি খাত এবং অংশীজনের অন্তর্ভুক্তকরণ, সুরক্ষা অধিকার ও কল্যাণসাধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৮৮ | ১৫৭ | ৩১ | ১৬.5 |
| জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো  | ১৩৫ | ১১৬ | ১৯ | ১৪.1 |
| বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ | ৮ | ৬ | ২ | ২৫.0 |
| জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ | ২৫৩ | ২৩০ | ২৩ | ৯.1 |
| প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ | ১,৯৭১ | ১,৬২৯ | ৩৪২ | ১৭.4 |
| মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসমূহ | ২৩০ | ২১০ | ২০ | ৮.7 |
| শিক্ষানবিশ দপ্তরসমূহ | ১৪ | ১৩ | ০১ | ৭.১ |
| **মোট :** | **২,৭৯৯** | **২,৩৬১** | **৪৩৮** | **১৫.7** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| বিএমইটি’র অধীন দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান | ৮,৭২,৫৩৩ | ৮,৩৬,১০৬ | ৩৬,৪২৭ | ৪.2 |
| বিএমইটি’র বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান/বৈদেশিক কর্মসংস্থান  | ৮,৪৩,৩৫৬ | ৭,৭৩,৮২০ | ৬৯,৫৩৬ | ৮.3 |
| বোয়েসেল-এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্হান | ১২,৫১২ | ৭,১৬৪ | ৫,৩৪৮ | ৪২.৭ |
| বোয়েসেল-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান | ৫,6২৬ | ৫,৬১০ | ১৬ | ০.3 |
| ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান | ৪,৮৪০ | ৪,৭১৪ | ১২৬ | ২.৬ |
| ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান | ১,১২০ | ১,০৮৩ | ৩৭ | ৩.৩ |
| ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান | ৩,০১২ | ২,০১৮ | ৯৯৪ | ৩৩.0 |
| ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সৌদি আরবগামী কর্মীদের হোটেল কোয়ারেন্টাইন ভর্তুকি প্রদান | ১৩,৩০৫ | ১২,৩৭৪ | ৯৩১ | ৭.0 |
| ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের RT-PCR টেস্ট বাবদ ভর্তুকি প্রদান | ৫০,২৭৭ | ৪৮,৭৬৯ | ১,৫০৮ | ৩.0 |
| **মোট :** | **18,06,581** | **16,91,658** | **1,14,923** | **6.4** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| **বৈদেশিক কর্মসংস্থানের****সুযোগ সৃষ্টি** | বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান, কর্মী প্রেরণ অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে। নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান বাজারের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হংকং ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত হারে নারী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।  |
| **মানবসম্পদ উন্নয়ন** | মন্ত্রণালয়ের অধীন 64টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) রয়েছে, তন্মধ্যে মহিলা টিটিসি ৬টি। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৫টি ট্রেড/অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে সৌদি আরব, হংকং, জর্ডান, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশে নারী গৃহকর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক নারী কর্মী ঐসকল দেশে গমন করছেন। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মিগণ নিজেদের দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় সার্বিকভাবে নারী কর্মসংস্থান ও নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। |
| **প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ** | নারী শ্রমিকসহ সকল প্রবাসীদের আইনগত সহায়তা, বিদেশি নিয়োগকারীর নিকট হতে মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়, সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন, মৃত কর্মীর মরদেহ স্বদেশে প্রেরণ ও দাফনের ব্যবস্থা, মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে একদিকে প্রবাসী নারী শ্রমিকদের পরিবারবর্গ উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রবাসে নারী কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে দেশের অধিক সংখ্যক নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হচ্ছে এবং পরিবারের উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ** | **%** | 9.36 | 11.3 |  |
| 2. | দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | নারী ও পুরুষ কর্মীর অনুপাত | 1:5 | 1:21 |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০১১ হতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ৯,73,601 জন নারী কর্মীর বিভিন্ন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত 60,323 জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। নারীদের জন্য ৫টি দেশে ৬টি ‘সেফ হোম’ স্থাপন করা হয়েছে। বোয়েসেল-এর মাধ্যমে জুলাই ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৯১,৫৭৮ জন নারী কর্মী স্বল্প খরচে/বিনা খরচে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে জর্ডানসহ বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। এছাড়া ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরবে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। জাপানে ‘কেয়ার গিভার’ হিসেবে নারী কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। নারী কর্মীদের বিদেশ গমনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ৯% সরল সুদে ও সহজশর্তে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ প্রদান করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণকারী নারী কর্মিগণ জর্ডান, হংকং, দুবাই, ওমান, বাহরাইন, লেবানন প্রভৃতি দেশে গমন করেন। নারী কর্মী দেশে ফেরত আসার পরে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ৭% সরল সুদে ১০ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী পুনর্বাসন ঋণ’ প্রদান করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত ১,৮১৯ জন নারী কর্মীকে সম্পূর্ণ জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা (বিভাগীয় পর্যায়ে মাত্র ৬টি মহিলা টিটিসি রয়েছে);
* প্রবাসী নারীদের কল্যাণসাধন নিশ্চিতকরণে ডাটাবেইজ না থাকা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাব;
* অধিক সংখ্যক নারী কর্মীদের বৈদেশিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে যথেষ্ট সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারণার স্বল্পতা;
* নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিদেশ গমনেচ্ছু নারীদের ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ‘নারী পুনর্বাসন ঋণ’ প্রদান করা হলেও ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কম। এ অবস্থা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব; এবং
* নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে নারী পাচার রোধে প্রচার-প্রচারণা এবং জনসচেতনতার অভাব।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* নারী শ্রমশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং স্বল্প-ব্যয়ে/শূন্য অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
* প্রবাসী নারীদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;
* নিয়োগকারী দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত নারী অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান, সুরক্ষা, বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
* মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
* সরকারের নির্বাচনি-ইশতেহার অনুসারে প্রতি উপজেলা থেকে প্রতিবছর গড়ে এক হাজার যুব ও যুব মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।